যুগান্তর

পৃষ্ঠা ... 17 MAY 20 3

বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি

প্রশাসনের উচ্চ পদগুলিতে লোক নিয়োগে 'পিএসসি' পড়িয়াছে বিপাকে। পুরাতন রীতি সংস্কারের প্রশ্নে দুই কমিটির ঠেলাঠেলিতে 'বিসিএস' পরীক্ষা এখনও ২১ বৎসরের পুরাতন পদ্ধতিতে চলিতে বাধ্য হইতেছে। পাঁচ বৎসর পূর্বে ঐ পদ্ধতি সংস্কারে কোন পক্ষেরই দ্বিমত না থাকিলেও শুধু বিষয় ও নম্বর বিন্যাস লইয়া পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) ও প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির মধ্যে মতভেদের কারণে সংস্কার আর আগাইতে পারিতেছে না। যুগান্তরে প্রকাশিত রিপোর্টে এতদ্বিষয়ে বিস্তারিত বলা হইয়াছে। উভয় পক্ষ যেই সকল যুক্তি উপস্থাপন করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের মতপার্থক্য এমন অবস্থায় পৌছিয়াছে যে বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার সম্ভব হইতেছে না। পাঁচ বৎসর পূর্বে যদি সংস্কার প্রকল্পটি গৃহীত হইত তাহা হইলে আজ উহা একটি গ্রহণযোগ্য যুগোপযোগী ও অনুকরণয়োগ্য পদ্ধতি হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু শুধুমাত্র পরীক্ষার বিষয়সমূহের মান বণ্টন প্রশ্নে, দ্বিমতের ফলে তাহা সম্ভব হয় নাই। অনেকের আশংকা নূতন পদ্ধতিতে একজন যোগ্য প্রার্থী হয়তো বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌছাইতে পারিবেন না। কারণ মৌখিক পরীক্ষায় টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল ক্যাডারভেদে ২০০ ও ১০০ নম্বরের জাদুকাঠি রক্ষিত হইতেছে। যে সকল পরীক্ষার্থী প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ও বিসিএস মূল লিখিত পরীক্ষায় পাস করিয়াছে তাহাদের শতকরা ৮০/৮৫ জনই ফেল করিতে বাধ্য হইতেছে মৌখিক পরীক্ষায়। মৌখিক পরীক্ষায় প্রার্থীর শারীরিক-মানসিক, সৌন্দর্য-যোগ্যতার পাশাপাশি তাহার রাজনৈতিক বিশ্বাসও গুরুত্ব পাইতেছে। ফলে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক বিশ্বাসীদের ফেল ও ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীদের পাস করাইয়া পিএসসিকে অনেকখানিই বিতর্কিত করা হইয়াছে। মৌখিক পরীক্ষার এই খড়্গে কাটা পড়িয়াছে বহু মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থী, যাহারা নিয়োগ পাইলে হয়তো পিএসসি কাঙ্ক্ষিত, দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা বাছাই ও নিয়োগ পাইত। আমরা ধারণা করি, পিএসসি বা সচিব কমিটি যদি মৌখিক পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার করিয়া নূতন কোন পন্থা বাছাই করে কিংবা সম্পূর্ণতই উহা পদ্ধতি হইতে ছাঁটাই করিয়া দেয়, তাহা হইলে দক্ষ ও যোগ্য প্রার্থীরা অনুমোদন পাইতে সক্ষম হইবে, নচেৎ নয়। তবে এতদ্বিষয়ে সচিব কমিটি ও পিএসসির মধ্যে যে দ্বিমত রহিয়াছে ইহা অপসারিত করিতে হইবে। অন্যথায় সংস্কার হইবে না। আর সংস্কার না হইলে পিএসসিকে যুগোপযোগী করা যেমন যাইবে না, তেমনি সরকারের আকাঙ্ক্ষাও বাস্তবায়ন হইবে না। তবে পিএসসিকে সত্যই যদি সংস্কার করিয়া নয়া যুগের প্রত্যাশার অনুকূল করিতে হয়, তাহা হইলে সকল রকম রাজনৈতিক সংকীর্ণতা ও দ্বিধা পরিত্যাগ করিতে হইবে। মূলত সংকীর্ণ দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই বিষয় ও নম্বর বণ্টনের টেকনিক্যাল কর্মটি যেমন সহজ হইবে তেমনি উহা বাস্তবায়নেও দেখা দিবে না কোন সমস্যা। আর উহাই সকল মানুষের প্রত্যাশা।